দৈনিক ইত্তেফাক 32

তারিখ 04 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ঝিনাইদহে ২৭ হাজার শিশু স্কুলে যায় না

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা ।। অত্র জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের প্রায় ২৭ হাজার ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায় না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী ঝিনাইদহ জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ হইতে ১০ বছরের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা হইতেছে ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯ শত ৬৭ জন। তন্মধ্যে বালক এক লক্ষ ২৫ হাজার ৮ শত ২৬ জন। আর বালিকার সংখ্যা এক লক্ষ ২৩ হাজার ১৪১ জন। প্রাপ্ত পরিসংখ্যাণে জানা যায়, জেলার ৪০৮টি সরকারী ও ৩৯২টি বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাইমারী স্কুলে ভর্তিকৃত বালকের সংখ্যা হইতেছে এক লক্ষ ১২ হাজার ১৮২ জন। ভর্তিকৃত বালিকার সংখ্যা হইতেছে এক লক্ষ ১০ হাজার ১২১ জন। সরকারী সূত্রে জানা যায়, শিশু শ্রেণীতে ৩১ হাজার ১৩৮ জন, প্রথম শ্রেণীতে

(১৩ পৃঃ দ্রঃ)

ঝিনাইদহে ২৭ হাজার শিশু

(৩য় পৃঃ পর)

৫৫ হাজার ৯৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪৮ হাজার ৬৬৫ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ৪৬ হাজার ৯ শত জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৯ হাজার ৮০৯ জন ও পঞ্চম শ্রেণীতে ৩৬ হাজার ৬৬২ জন ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করিতেছে। হিসাবে দেখা যায়, এই জেলায় ৮৬ দশমিক ৪৮ ভাগ বালক-বালিকা প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসিয়াছে। বাকী ১৫ দশমিক ৫২ ভাগ শিশু শিক্ষা বঞ্চিত রহিয়াছে। জেলার দুই শতাধিক গ্রামে এখনও কোন প্রাইমারী স্কুল নাই। তবে গ্রামে দলাদলির কারণে নূতন স্কুল গড়িয়া তোলাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্কুলের মাতব্বরী নিয়া তীব্রদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ফলে সুষ্ঠুভাবে স্কুল চালানো দায় হইয়া পড়ে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মেয়েদের মাঝে শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ আগের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর স্কুলে উপস্থিতির হারও ছেলেদের চেয়ে বেশী। তবে অনেক ছেলেকে সংসারে কাজ করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। কাজের মধ্যে আছে গরু চরানো, মাঠে নাশতা নিয়া যাওয়া, ধানের জমি নিড়ানো এমনকি প্রয়োজনে ছেলেদের লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করিতে হয়। আর এভাবে কাজে জড়াইয়া পড়িতে পড়িতে একদিন তাহারা বিদ্যালয় হইতে ঝরিয়া পড়ে।